যুগান্তর

তারিখ - 0 6 NOV 2007...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭ .....

বই বিনিময়

বই কেবল জ্ঞানের আধার নহে, দেশে দেশে মানুষে মানুষে সম্পর্কোন্নয়নের অন্যতম উপাদান। বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যকার দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে যেই টানাপোড়ন চলিতেছে উহা নিরসনে বই কার্যকর ভূমিকা রাখিতে পারে। বিশেষ করিয়া বাংলা ভাষায় লিখিত বই দুই দেশের বাংলা ভাষাভাষি মানুষের মধ্যে গড়িয়া তুলিতে পারে সুদৃঢ় বন্ধন। ঢাকায় বাংলাদেশ-ভারত বই ও লেখক উৎসবে উভয় দেশের লেখক-গবেষক-প্রকাশকদের বক্তৃতায় এই মনোভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। বাংলাদেশের একজন লেখক অভিযোগ করিয়াছেন, কলকাতায় বাংলাদেশের বই রীতিমতো চুরি করিয়া প্রকাশ করা হয়। অপরদিকে ভারতের প্রকাশক-লেখকরা পাল্টা অভিযোগ করেন যে, সেখানকার বহু লেখকের বই পাইরেসি হইয়া থাকে বাংলাদেশে। অভিযোগ গুরুতর। লেখকের অনুমতি ব্যতীত বই মুদ্রিত, প্রকাশিত এবং বাজারজাত হইতেছে কিভাবে? বিশেষ করিয়া বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বইয়ের ক্ষেত্রেই এই সমস্যা অধিক। ইহা ওপেন-সিক্রেট যে, বাংলাদেশে ভারতীয় লেখকদের বাংলা বইয়ের যেই রকম চাহিদা রহিয়াছে, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরাসহ ভারতের বাংলা ভাষাভাষি অঞ্চলে বাংলাদেশের বইয়েরও রহিয়াছে চাহিদা। কিন্তু সেই দেশে বাংলাদেশের বই রফতানির ক্ষেত্রে রহিয়াছে নানা বিধি-নিষেধ। এই ক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি ভারতীয় পুস্তক ব্যবসায়ীদের অনীহা ও অনাগ্রহ কম দায়ী নহে। তাহারা বাংলাদেশে বই বিক্রি করিতে যত উৎসাহী বাংলাদেশ হইতে আমদানি করিতে ততই নিরুৎসাহী। ভারতীয় বই দেদার আমদানি হয় বাংলাদেশে। কিন্তু ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি বাংলাদেশী বই রফতানির সহায়ক নহে। সেই কারণে চাহিদা থাকা সত্ত্বেও ভারতের বাংলা ভাষাভাষি পাঠকরা বাংলাদেশের বই পায় না। কলকাতার প্রকাশক গিল্ডের ১০ দিনব্যাপী যে বইমেলা হয় প্রতি বৎসর, সেইখানে জনাকয়েক বাংলাদেশী প্রকাশক আমন্ত্রণ পাইলেও স্থানীয় পাঠকদের চাহিদা অপূর্ণই থাকিয়া যায়। ইহা জানা সত্ত্বেও ভারত সরকার এই বিষয়ে বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার করে নাই। এই নিয়ন্ত্রিত ভূমিকা উভয় দেশের লেখক-পাঠকদের জন্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। তাহারা উভয় দেশের মানসম্পন্ন ও সৃজনশীল পাঠ করিতে আগ্রহী। অথচ, ভারত সরকারের রক্ষণশীল মনোভাবের কারণে সেই দেশের বৃহত্তর পাঠক বঞ্চিত হইতেছে। বাংলাদেশে পাইরেসি কিংবা বৈধ পথে ভারতীয় বই তবুও পাওয়া যায় কিন্তু ভারতে বাংলাদেশের বই পাওয়া খুবই কঠিন। বাংলাদেশের প্রকাশক ও ব্যবসায়ীদের পক্ষ হইতেও বহুবার এই অভিযোগ তোলা হইয়াছে। যদিও উহার প্রতিকারে ভারত সরকার কোন ব্যবস্থা লয় নাই। 'দেবে আর নেবে, মিলাবে মিলিবে'— বলিয়া যে মহাজন-বচন রহিয়াছে উহারই বাস্তবায়ন চাহে দুই দেশের সাধারণ মানুষ। বাংলাদেশ ও ভারতের বাংলা ভাষাভাষি লেখকরাও অনুরূপ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন। বিষয়টি লক্ষ্য করা গিয়াছে যখন বাংলাদেশের সত্তর দশকের কবিরা আয়োজন করেছিল সৌহার্দ্য রচনার এক কবিতা উৎসবের। কলকাতার সত্তরের কবিরাও আয়োজন করিয়াছিল সৌহার্দ্য-সত্তর উৎসবের। এইভাবে উভয় দেশের কবিদের মধ্যে ভাবের-মননের আদান-প্রদানের যে সূচনা হইয়াছিল, উহা অব্যাহত থাকুক। এক দেশের বই অন্য দেশে অবাধে আসুক উহাই সকলের প্রত্যাশা। ভারত-বাংলাদেশ লেখক উৎসবের মধ্যে দিয়া দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কোন্নয়নে নব অধ্যায় সূচিত হইবে। এক দেশের লেখক, কবি, শিল্পীদের সহিত অন্য দেশের লেখক, কবি, শিল্পীদের সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইবে— দ্বিপক্ষীয় উৎসবে সেই কথারই প্রতিধ্বনি শোনা গিয়াছে। এখন দুই দেশের সরকারকেই আগাইয়া আসিতে হইবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল দরজা উন্মুক্ত করিতে। বই কেবল ব্যবসায়ী পণ্য নহে, জ্ঞান ও ভাবের আদান-প্রদানের অপরিহার্য মাধ্যমও। ইহার বিনিময় ক্ষেত্রে কোন বাধাই থাকা উচিত নহে।